যে আমলে আসমানের দুয়ার খোলে

শাইখ মুহাম্মাদ আন-নাঈম

দ্বীন পাবলিকেশন

যে আমলে আসমানের দুয়ার খোলে

প্রকাশনা – ১২ [বারো]
প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২২

প্রকাশক – দ্বীন পাবলিকেশন
www.facebook.com/deenpublication
email: deenpublications@gmail.com
+88 01303 77 12 22, +88 01303 77 12 02

বাংলাবাজার পরিবেশক
তারুণ্য প্রকাশন, শপ # ১৩, ২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৯৭৯৪৫৬৭২২, ০১৯৭৯৪৫৬৭২১

অনলাইন পরিবেশক
❒ বইভ্যালি ❒ রকমারি ❒ ওয়াফি লাইফ ❒ নিয়ামাহ শপ ❒ সিয়ান শপ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ২৮৫ টাকা ❒ Price: 15 USD

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক ইলেকট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্যকোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Je Amole Asmaner Duwar Khole (At that time the door of heaven opens) by Shaikh Muhammad An-Nayem, Translated by Mawlana Jubayer Rashid, Edited by Maolana Hasan Shuaib, Published by Deen Publication, Dhaka, Bangladesh

সূচিপত্র

প্রকাশক কথন ১০

অনুবাদকের কথা ১৪

ভূমিকা ১৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

আসমানের দুয়ারসমূহ ২৩

আসমান কি শূন্য? ২৩

প্রতিটি আসমানেরই কি দুয়ার আছে? ২৫

আসমানের দুয়ার কয়টি? ২৯

আসমানের দুয়ারের আয়তন ৩০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে যে সময়ে আসমানের দুয়ার খোলা হয় ৩১

ভূমিকা ৩১

এক. প্রত্যেক আযানের পর ৩২

দুই. ইকামতের পর ৩৫

তিন. নিসফুল লাইল তথা মধ্যরাতে ৩৭

বিশেষ দুআ ৩৯

চার. সোম ও বৃহস্পতিবার ৪০

এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা ৪৩

পাঁচ. শাবান মাস এলে ৪৪

ছয়. রমযান মাস এলে ৪৫
উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম ৪৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে সমস্ত যিকির দ্বারা আসমানের দুয়ার খোলে ৫০
প্রথম যিকির: সালাতের শুরুতে পড়া দুআ ৫০
প্রথম হাদিস ৫০
দ্বিতীয় হাদিস ৫১
সালাতের শুরুতে পড়া দুআর উপকারিতা ও বিধান ৫২
সালাতের শুরুতে পঠিত কিছু দুআ ৫৬
দ্বিতীয় যিকির: মাজলুমের দুআ ৬৪
একটি প্রশ্ন ও আমার জবাব ৬৬
তৃতীয় যিকির: জিহাদের ময়দানে.... করা দুআ ৬৯
চতুর্থ যিকির: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদুলিল্লাহ...ওয়াল্লাহু আকবার ৭০
এই কালিমাগুলোর অন্যান্য ফযিলত ৭০
এক. সবচেয়ে প্রিয় কালিমা ৭১
দুই. পাপ মোচন ৭১
তিন. মিযানে নেক আমলের পাল্লা ভারী করবে ৭৩
চার. এই চার কালিমা জান্নাতে অধিক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যম ৭৩
পাঁচ. জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় ৭৪
ছয়. সমুদ্রের ফেনারাশির সমপরিমাণ গুনাহ মাফ ৭৪
সাত. জিহাদের সাওয়াবের চেয়েও বেশি সাওয়াব ৭৫
আট. সালাতের শুরু ৭৬
নয়. সালাতুত তাসবিহ ৭৬
দশ. যারা সূরা ফাতিহা পড়তে জানে না ৭৭
এগারো. বয়স্ক লোকদের জন্য ৭৮
বারো. যাদের জিহাদ, কিয়ামুল লাইল করার সামর্থ্য নেই ৮০

পঞ্চম যিকির: ওজুর পর বিশেষ দুআ পড়া ৮১
ষষ্ঠ যিকির: ইখলাসের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা ৮৩
কবিরা গুনাহ ৮৪
কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মর্যাদা ৮৫
কবিরা গুনাহের ৭০টি পরিচয় তুলে ধরা হলো ৮৫
সপ্তম যিকির: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু....শাইয়িন ক্বদির ৮৭
এই যিকিরের আরো ফযিলত ৮৮
অষ্টম যিকির: কুরআন তিলাওয়াত ৯১
নবম যিকির: রুকু থেকে উঠার.... মুবারাকান ফিহি পড়া ৯২
দশম যিকির: কবুল দুআসমূহ ৯৩
এক. বৃষ্টি বর্ষণের সময়কার দুআ ৯৪
দুই. সালাতে তাশাহুদ পাঠ করার পর দুআ ৯৫
তিন. ফরয সালাত শেষে দুআ ৯৬
চার. ইসমে আজম দ্বারা আল্লাহর নিকট দুআ করা ১০০
পাঁচ. নেক আমলের মাধ্যমে দুআ করা ১০২
ছয়. অপর মুসলিমের জন্য তার অনুপস্থিতিতে করা দুআ ১০৫
সাত. মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের জন্য পিতার দুআ ১০৫
আট. বিপদের দুআর দ্বারা দুআ করা ১০৬
ক. বিপদ মুক্তির দুআ ১ ১০৬
খ. বিপদ মুক্তির দুআ ২ ১০৭
গ. বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ ১০৮
ঘ. কঠিন কাজ সহজে সম্পাদন করার জন্য ১০৮
ঙ. বিপদের সময় পঠিত দুআ ১০৯
নয়. বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ ১০৯
দশ. রোযাদারের দুআ ১১১
এগারো. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুআ ১১২
বারো. জুমুআর দিন বিশেষ সময়ের দুআ ১১৪

তেরো. হজ ও উমরা পালনকারীর দুআ ১১৭
ক. হাতিমের ভেতর ও তাওয়াফ করার সময় ১১৭
খ. যমযমের পানি পান করার সময় ১১৯
গ. সাফা ও মারওয়ার উপর ১১৯
ঙ. আরাফাহর দিনে দুআ করা ১২১
চ. মুজদালিফায় ১২২
ছ. শয়তানকে পাথর নিক্ষেপের সময় ১২২
দ্বিতীয় আলোচনা: যে আমলে আসমানের দুয়ার খোলে ১২৩
প্রথম আমল: যোহরের চার রাকাত সুন্নাত ১২৩
দ্বিতীয় আমল: সালাতের জন্য অপেক্ষা করা ১২৫
তৃতীয় আমল: দান-সাদাকা ১২৭
চতুর্থ আমল: প্রতিশোধপরায়ণ না হওয়া ১২৮
পঞ্চম আমল: মসজিদে কুরআন তিলাওয়াত ১৩২
ষষ্ঠ আমল: আমল-যিকিরের মজলিস ১৩৩
সপ্তম আমল: অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া ১৩৭
অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে পঠিত কিছু দুআ ১৩৯
তৃতীয় আলোচনা: যাদের জন্য আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয় ১৪১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয় না ১৪৯
ভূমিকা ১৪৯
প্রথম আলোচনা: যে যে কারণে আসমানের দুয়ার খোলা হয় না ১৫২
এক. যে ইমামের প্রতি মুসল্লিগণ অসন্তুষ্ট ১৫২
দুই. অনুমতি ছাড়া জানাযার সালাতে ইমামতি করা ১৫৩
তিন. যে নারীর উপর তার স্বামী অসন্তুষ্ট ১৫৪
চার. যে দুআ দরুদ পাঠের মাধ্যমে শেষ করা হয় না ১৫৫
দ্বিতীয় আলোচনা: যে যে কারণে আসমানের দুয়ার খোলা হয় না ১৫৭

এক. অভিশাপ ১৫৮
কাউকে অভিশাপ দেয়ার তিনটি ভয়াবহতা ১৫৯
দুই. যে শাসক লোকদের প্রয়োজন পূরণ করে না ১৬৪
তিন. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর আমল ১৬৬
তৃতীয় আলোচনা: যাদের দুআ কবুল হয় না ১৭৩
এক. হারাম খাওয়া ১৭৩
দুই. দুআ কবুল হওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করা ১৭৪
তিন. পাপকাজ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দুআ ১৭৭
চার. দুআর সময় গাফেল ও অমনোযোগী থাকা ১৭৮
পাঁচ. ব্যভিচারিণী ও দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির দুআ ১৭৯
ছয়. দুশ্চরিত্র নারীর..., নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ প্রদানকারী দুআ ১৭৯
সাত. সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ... দুআ ১৮০
চতুর্থ আলোচনা: যে লোকদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয় না ১৮১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আসমানের যে দুয়ার কখনো বন্ধ করা হয় না ১৮৬
আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ ১৮৯
আমাদের প্রকাশিতব্য বইসমূহ ১৯০
নোট ১৯২

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহর। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের উপর।

এটি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ যেখানে আমি বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি মাহাত্ম্যপূর্ণ হাদিসের আলোকে উপকারী বিষয়সমূহ সংকলন করেছি। আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

> একদিন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি বলে উঠল, "আল্লাহু আকবার কাবীরন, ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসীরন, ওয়া সুবহানাল্লহি বুকরতাও ওয়া আসিলা (অর্থাৎ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, বড়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করি)।"

সালাত শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে এই কথাগুলো বলেছে? এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি বলেছি কথাগুলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

> "কথাগুলো আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। কারণ, কথাগুলোর জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল।"

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

> "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ কথাগুলো শোনার পর থেকে এর উপর আমল করা কখনো ছাড়িনি।"[১০]

---

[১০] সহীহ মুসলিম: ৬০১

অন্য বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহু আকবার কাবিরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাসিরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতান ওয়া আসিলা (অর্থাৎ, আল্লাহ অতি মহান, আল্লাহর অনেক অনেক প্রশংসা আর আমি সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি)। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কে এ কালিমা বলেছে? সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি বলেছি। তখন রাসূল বললেন, বারোজন ফিরিশতা এ কালিমা দ্রুত তুলে নিয়েছেন।[১১]

সালাতের শুরুতে যে সমস্ত দুআ পড়া হয়, হাদিসে বর্ণিত দুআটি তারই অন্তর্ভুক্ত। মুহাদ্দিসগণ এই হাদিসটিকে তাকবিরে তাহরিমা ও কিরআতের মধ্যবর্তী দুআসমূহের অধ্যায়ে সংকলন করেছেন। সেইসাথে এই হাদিস থেকে আরো বেশ কিছু বিষয় প্রমাণিত হয়। যথা-

◘ **এক.** প্রত্যেক বান্দার আমলনামা লিপিবদ্ধ করার জন্য দুজন ফিরিশতা নিযুক্ত রয়েছেন। কিন্তু কিছু কিছু আমল এমন রয়েছে যা নির্দিষ্ট ফিরিশতাদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য ফিরিশতাও সংরক্ষণ করেন। যেমনটি উপরিউক্ত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, বারোজন ফিরিশতা উক্ত দুআটি দ্রুত তুলে নিয়েছেন।

◘ **দুই.** আযানের পর আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআটি শোনার পর বলেছেন, এর জন্য আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যত্র আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন আযান দেয়া হয় তখন আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দুআ কবুল করা হয়।[১২]

◘ **তিন.** আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং তার বর্ণিত হাদিস অনুযায়ী আমল করতে উৎসাহী হয়েছেন এবং সর্বদা আমল করেছেনও। হাদিসের শেষে তিনি স্বয়ং বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলতে শোনার পর আমি কখনো এর উপর আমল করা ছাড়িনি। আর স্বতঃসিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, কোনো হাদিস সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম

---

[১১] সুনানু আবু দাউদ: ৮৫৫

[১২] সহীহুল জামি: ৮১৮

হচ্ছে উক্ত হাদিস অনুযায়ী আমল করা। অধিক সম্ভব আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রা. নিজে এই হাদিস অনুযায়ী আমল করেছেন বলেই আজ আমরা তার মুখ থেকে হাদিসটি শুনতে পেয়েছি এবং লোকদের নিকট তিনি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সাহাবীদের ব্যাপারে এটি আশ্চর্যের কিছু নয় যে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস অনুযায়ী সর্বদা আমল করেছেন। কেননা, তারা রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবেসেছেন, তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং কথা ও কাজে তাঁর আদর্শের প্রচার-প্রসার করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুহতারামা সহধর্মিণী উম্মুল মুমিনিন উম্মু হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার জীবনেও এমন একটি ঘটনা রয়েছে, তিনি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দিন ও রাতে বারো রাকাত সুন্নাত সালাত আদায়ের বিশেষ ফযিলত সম্পর্কে শুনতে পেলেন তখন থেকে আমৃত্যু তিনি প্রত্যহ বারো রাকাত নফল সালাত আদায় করেছেন।

আমর ইবনু আওস রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে রোগে আনবাসাহ ইবনু আবু সুফিয়ান মৃত্যুবরণ করেছেন; সেই রোগে অসুস্থ অবস্থায় থাকাকালে তিনি আমার কাছে এমন একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন যা খুবই আনন্দের। তিনি বলেছেন, আমি উম্মু হাবিবাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

> "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি, দিন ও রাতে যে ব্যক্তি মোট বারো রাকাত (সুন্নাত) সালাত আদায় করে তার বিনিময়ে জান্নাত এবং সেই ব্যক্তির জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়।"

উম্মু হাবিবা রা. বলেছেন,

> "আমি যে সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সালাত সম্পর্কে শুনেছি তখন থেকে কখনো তা আদায় করা ছাড়িনি।"

আনবাসাহ ইবনু আবু সুফিয়ান বলেছেন, এ সালাত সম্পর্কে যখন আমি উম্মু হাবিবার কাছে শুনেছি, তখন থেকে আর ওই সালাতগুলো কখনো পরিত্যাগ করিনি। আমর ইবনু আওস বলেছেন, যে সময়ে এ সালাত সম্পর্কে আমি আনবাসাহ ইবনু আবু সুফিয়ানের নিকট থেকে শুনেছি সে সময় থেকে আর কখনো তা পরিত্যাগ করিনি। নুমান ইবনু সালিম বলেছেন, যে সময় আমি এ

হাদিসটি আমর ইবনু আওসের নিকট থেকে শুনেছি তখন থেকে কখনো তা পরিত্যাগ করিনি।[১৩]

◘ **চার.** যে ব্যক্তি দুআটি পড়েছেন সালাত শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে সঙ্গে সমবেত সাহাবীদের সামনে তার প্রশংসা করেছেন। কেননা, মসজিদ হচ্ছে ইলম শিক্ষাদানের কেন্দ্র। রাসূল যদি তৎক্ষণাৎ লোকটির প্রশংসা না করতেন এবং উক্ত দুআর ফযিলত বর্ণনা না করতেন তাহলে সালাত শেষে লোকেরা যে যার মতো নিজেদের গৃহে ফিরে যেত, ফলে পরে তারা এই দুআর ফযিলত সরাসরি শুনতে পেতেন না। হতে পারে উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ ছিলেন যারা আর কোনোদিন রাসূলের সাক্ষাৎ পেতেন না। কেননা, তখন বহু দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে রাসূলের সাক্ষাতে আসত এবং খানিক সময় থেকে আবার নিজেদের গোত্রে বা দেশে ফিরে যেত। সঙ্গে সঙ্গে রাসূল যদি না বলতেন তাহলে তারা এই দুআর ফযিলত অর্জন থেকে বঞ্চিত হতেন।

কতক মানুষ এমন রয়েছে যারা অন্যের প্রশংসা পছন্দ করে না। আবার ঠিকই কারো কুৎসা ও নিন্দা তারা পছন্দ করে। কারো ভুল-ত্রুটি দেখতে পেলে সেটা রাষ্ট্র করে ফেলে। কিন্তু কারো কোনো ভালো কাজ দেখলে সেটির প্রশংসা করে না, তখন চুপটি মেরে বসে থাকে। এজাতীয় লোকদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাছির ন্যায়, যে মাছি শুধু নোংরা ও কদর্য বস্তুর উপরই বসে। অথচ কাজকর্মে তার দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত ছিল মৌমাছির ন্যায়, যারা সবসময় উত্তম বস্তুর উপর বসে এবং মানুষকে উত্তম বস্তু উপহার দেয়।

◘ **পাঁচ.** যে সাহাবী দুআটি বলেছেন তিনি সেটি নিজেই চিন্তাভাবনা করে উদ্ভাবন করেছেন। অতঃপর লোকদের সামনে তা প্রকাশ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন জানিয়েছেন এবং প্রশংসা করেছেন। **এই হাদিসের আলোকে তাহলে আমাদের জন্যও কি এই বৈধতা রয়েছে যে, আমরা নিজেরা চিন্তাভাবনা করে দুআ উদ্ভাবন করব এবং তা সালাতে পাঠ করব?** না কখনোই নয়। কেননা, সেই সাহাবীর অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা উক্ত দুআ ঢেলে দিয়েছেন, যেন রাসূল সেটি আমাদের জন্য অনুমোদন করেন। এখন নতুন করে আমাদের জন্য দ্বীনের নামে নতুন কিছু আবিষ্কার করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

[১৩] সহীহ মুসলিম: ৭২৮

সাল্লামের ইন্তিকালের পূর্বে এই দ্বীন পূর্ণ হয়ে গেছে। ইরশাদ হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

> "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম।"[১৪]

ছয়. এই দুআ সে সকল আমলের একটি যার দ্বারা আসমানের দুয়ার খোলা সম্ভব। সেখান থেকে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন,

- আসমানের কি দুয়ার রয়েছে?
- আসমানের দুয়ার কখন খোলা হয়, তা জানা যাবে?
- কোন কোন কাজের দ্বারা আসমানের দুয়ার খোলে?
- কাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয়?
- আসমানের দুয়ারের চাবি কী?
- আসমানের দুয়ার খুলে দেয়ার পর আমাদের করণীয় কী?
- কাদের জন্য আসমানের দুয়ার বন্ধ করে দেয়া হয়?

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর জানা উচিত। আর বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে কুরআন ও হাদিসের আলোকে সে সকল প্রশ্নের সরল জবাব আমি একে একে বর্ণনা করেছি। অতঃপর পূর্ণ গ্রন্থটি একটি ভূমিকা ও নিম্নোক্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ: আসমানের দুয়ারসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যে যে সময়ে আসমানের দুয়ার খোলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: যে সকল আমলে আসমানের দুয়ার খোলা হয়। এর অধীনে তিনটি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আলোচনা, যে সকল যিকিরে আসমানের দুয়ার খোলে। দ্বিতীয় আলোচনা, যে সকল আমলে আসমানের দুয়ার খোলে। তৃতীয় আলোচনা, যাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয়।

---

[১৪] সূরা মায়িদা ৫ : ৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: যে সকল লোকের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয় না। এর অধীনে চারটি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আলোচনা, যে সকল কথা ও কাজের কারণে আসমানের দুয়ার খোলা হয় না। দ্বিতীয় আলোচনা, যে সকল আমল আসমানে উঠানো হয় না। তৃতীয় আলোচনা, যাদের দুআ কবুল করা হয় না। চতুর্থ আলোচনা, যাদের জন্য আসমানের দুয়ার খোলা হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আসমানের যে সকল দুয়ার কখনো বন্ধ করা হয় না।

বইটি রচনায় আমি যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করেছি কুরআন ও সহীহ হাদিস থেকে। সকল হাদিস মূল উৎস গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেছি। আর এসবের বাইরে যা আলোচনা করেছি তা মূলত আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যাস্বরূপ।

মহান আল্লাহ তাআলার নিকট কামনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে উত্তম কথা ও কাজের তাওফিক দান করেন, লাঞ্ছনা ও ভ্রষ্টতা থেকে হিফাজত করেন, আমাদের জন্য তাঁর রহমতের দুয়ারসমূহ খুলে দেন এবং তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের সকল দুয়ার বন্ধ করে দেন। প্রার্থনা করি এই গ্রন্থে আমি যা কিছু লিখেছি তা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন এবং মৃত্যুর পরও আমাকে এর দ্বারা অনিঃশেষ উপকৃত করেন। দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের উপর।

আবু উমর
১/৩/১৪২০ হিজরি

প্রথম পরিচ্ছেদ

আসমানের দুয়ারসমূহ

❑ আসমান কি শূন্য?

আসমান একটি শক্ত ছাদ। দরজা ব্যতীত ফিরিশতাদের আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করা অসম্ভব। আসমান শূন্য কোনো বস্তু নয়। বরং তা একটি সুদৃঢ় ছাদের ন্যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

> "আমি আসমানকে বানিয়েছি সুরক্ষিত ছাদ; অথচ তারা আমার আকাশস্থ নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে। তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। সবই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।"[১৫]

কিয়ামতের আগে এই বিশাল, বিপুলা ও বিস্তৃত আসমানকে আল্লাহ তাআলা হাতে মোচড়ানো কাগজের মতো গুটিয়ে নেবেন। ইরশাদ হয়েছে,

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

---

[১৫] সূরা আম্বিয়া ২১ : ৩১-৩২

> "সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে।"[১৬]

আল্লাহ তাআলা কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আসমানের বিবরণ দিয়েছেন। সে থেকে জানা যায় আসমান মোট সাতটি স্তরে বিভক্ত। ইরশাদ হয়েছে,

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

> "তোমরা কি লক্ষ করো না, আল্লাহ কীভাবে সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন?"[১৭]

এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "দুনিয়ার আসমান থেকে পরবর্তী আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছরেরর পথ। এভাবে এক আসমান থেকে আরেক আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। সপ্তম আসমান থেকে কুরসির দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। অতঃপর কুরসি থেকে পানির দূরত্ব পাঁচশত বছরের পথ। আরশ পানির উপর এবং আল্লাহ হলেন আরশের উপর। তাঁর নিকট তোমাদের কোনো আমলই গোপন নয়।"[১৮]

সাহাবী আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "নিশ্চয়ই আমি দেখি যা তোমরা দেখো না এবং আমি শুনি যা তোমরা শোনো না। আসমান চড়চড় করছে এবং চড়চড় করাই তার কাজ। তাতে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই যেখানে একজন না একজন ফিরিশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় তার কপাল লুটিয়ে দেননি। আল্লাহর শপথ, আমি যা জানি, তোমরা তা জানতে পারলে খুব কমই হাসতে,

---

[১৬] সূরা আম্বিয়া ২১ : ১০৪

[১৭] সূরা নূহ ৭১ : ১৫

[১৮] সহীহ ইবনু খুযায়মা: ১৪৯

> বরং অধিক কাঁদতে, বিছানায় স্ত্রী-সহবাস করতে না এবং চিৎকার করে আল্লাহর কাছে দুআ করতে করতে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে। আল্লাহর শপথ, আহা, আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হতো!"[১৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আসমান চড়চড় করে এবং চড়চড় করাই তার কাজ। তাতে চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে একজন না একজন ফিরিশতা আল্লাহর জন্য সিজদায় কপাল লুটিয়ে তাঁর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করছে না।"[২০]

❑ প্রতিটি আসমানেরই কি দুয়ার আছে?

প্রতিটি আসমানেরই দুয়ার রয়েছে। আসমানের দুয়ার বলে আমরা যা শুনি তা বাস্তবিক অর্থে, কাল্পনিক বা রূপক অর্থে নয়। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

(মিরাজ বা ঊর্ধ্বভ্রমণের সময়) আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের প্রাণী। যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বুরাকে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মাকদিস এসে পৌঁছলাম। অন্যান্য নবীগণ তাদের বাহনগুলো যে খুঁটির সাথে বেঁধেছেন, আমি সে খুঁটির সাথে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে বের হলাম। জিবরিল (আলাইহিস সালাম) একটি শরাবের পাত্র এবং একটি দুধের পাত্র নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি দুধ গ্রহণ করলাম। জিবরিল আমাকে বললেন, আপনি ফিতরাতকেই গ্রহণ করলেন।

তারপর জিবরিল আমাকে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে গেলেন এবং আসমান পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি

---

[১৯] মুসনাদু আহমাদ: ১/৪১; সুনানুত তিরমিযি: ২৩১২; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪১৯০

[২০] সহীহুল জামি: ১০২০

জিবরিল। জিজ্ঞেস কলা হলো, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি আদম আলাইহিস সালামের দেখা পাই। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

সেখান থেকে জিবরিল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। তাঁকে কি আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে আমি ঈসা ইবনু মারইয়াম ও ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম দুই খালাতো ভাইয়ের দেখা পেলাম। তারা আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

তারপর জিবরিল আমাকে নিয়ে তৃতীয় আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরিল। আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। তারপর আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালাম এর দেখা পেলাম। সমুদয় সৌন্দর্যের অর্ধেক দেয়া হয়েছিল তাকে। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

এভাবে যেতে যেতে জিবরিল আমাকে নিয়ে চতুর্থ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরিল। আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইদরিস আলাইহিস সালামের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন। আল্লাহ তাআল তার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

“এবং আমি তাকে উন্নীত করেছি উচ্চ মর্যাদায়।”[২১]

[২১] সূরা মারইয়াম ১৯ : ৫৭

তারপর জিবরিল আমাকে নিয়ে পঞ্চম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কে? তিনি বললেন, জিবরিল। আপনার সাথে কে? তিনি বললেন, মুহাম্মাদ। আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে হারুন আলাইহিস সালামের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

অতঃপর জিবরিল আমাকে নিয়ে ষষ্ঠ আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দুয়ার খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরিল। আপনার সাথে কে? বললেন মুহাম্মাদ। আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে মুসা আলাইহিস সালামের দেখা পেলাম। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন। আমার কল্যাণের জন্য দুআ করলেন।

তারপর জিবরিল সপ্তম আসমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দরজা খুলতে বললেন। জিজ্ঞেস করা হলো, কে? তিনি বললেন, জিবরিল। আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। আপনাকে কি তাঁকে আনতে পাঠানো হয়েছিল? বললেন, হ্যাঁ। আমাদের জন্য দুয়ার খুলে দেয়া হলো। সেখানে ইবরাহিম আলাইহিস সালামের দেখা পেলাম। তিনি বাইতুল মামুরে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছেন। বাইতুল মামুরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশতা তাওয়াফের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করেন যারা আর সেখানে পুনরায় ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারপর জিবরিল আমাকে সিদরাতুল মুনতাহায় নিয়ে গেলেন। সে বৃক্ষের পাতাগুলো হাতির কানের ন্যায় আর ফলগুলো বড় বড় মটকার মতো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে সৌন্দর্যের বর্ণনা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। এরপর আল্লাহ তাআলা (সেই বিশেষ মুহূর্তে) আমাকে ওহী তথা যা অবগত করার তা করলেন। আমার উপর দিনরাত মোট পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করলেন। এরপর আমি মুসা আলাইহিস সালামের কাছে ফিরে আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর কী ফরয করেছেন? বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের নিকট ফিরে যান এবং একে আরো সহজ করার আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত এ নির্দেশ পালনে সক্ষম হবে না। আমি বনি ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের বিষয়ে আমি অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তখন আমি আবার প্রতিপালকের কাছে ফিরে গেলাম এবং বললাম, হে আমার রব, আমার উম্মতের জন্য এ হুকুম সহজ করে দিন। পাঁচ ওয়াক্ত কমিয়ে দেয়া হলো। তারপর মুসা আলাইহিস সালামের নিকট ফিরে এসে বললাম, আমার থেকে পাঁচ ওয়াক্ত কমানো হয়েছে। তিনি বললেন, আপনার উম্মত এও পারবে না। আপনি ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এভাবে আমি একবার মুসা আলাইহিস সালাম ও একবার আল্লাহর কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। শেষে আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মুহাম্মাদ, যাও দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হলো। প্রতি ওয়াক্ত সালাতে দশ ওয়াক্ত সালাতের সমান সাওয়াব রয়েছে। এভাবে তা (পাঁচ ওয়াক্ত হলো) পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের সমান। যে ব্যক্তি কোনো নেক কাজের নিয়ত করল এবং তা কাজে রূপান্তরিত করতে পারল না, আমি তার জন্য একটি সাওয়াব লিখব; আর তা কাজে রূপান্তরিত করলে তার জন্য লিখব দশটি সাওয়াব। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের নিয়ত করল অথচ তা কাজে পরিণত করল না তার জন্য কোনো গুনাহ লিখা হয় না। আর তা কাজে পরিণত করলে তার উপর লিখা হয় একটিমাত্র গুনাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তারপর আমি মুসা আলাইহিস সালামের নিকট নেমে এলাম এবং তাকে এ বিষয়ে অবহিত করলাম। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে ফিরে যান এবং আরো সহজ করার আবেদন করুন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে বারবার আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আসা-যাওয়া করেছি। এখন আবার যেতে লজ্জা হচ্ছে।[২২]

ইমাম তিবি রহ. কাযি ইয়ায রহ. থেকে বর্ণনা করে বলেন, আসমানের বাস্তবিক অর্থেই দরজা রয়েছে এবং প্রতিটি দরজার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ফিরিশতা নিয়োজিত রয়েছে।[২৩]

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[২২] সহীহ বুখারী: ৩৮৮৭; সহীহ মুসলিম: ১৬২

[২৩] শরহুত তিবি আলা মিশকাতিল মাসাবিহ: ১১/৮২

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক একটি সাদা রঙের লম্বাকৃতির প্রাণী। যতদূর দৃষ্টি যায় এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। আমি ও জিবরিল এতে আরোহণ করলাম এবং বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। অতঃপর আমাদের জন্য আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হলো। আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।[২৪]

❑ আসমানের দুয়ার কয়টি?

আসমানের দুয়ার অসংখ্য ও অগণিত। আল্লাহ ছাড়া কেউ এর প্রকৃত সংখ্যা জানে না। কিয়ামতের দিন আসমানের সবগুলো দুয়ার খুলে দেয়া হবে। এর সংখ্যা সম্পর্কিত যাবতীয় ইলম একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তিনি বলেন,

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

> "যেদিন শিঙায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে। আকাশ বিদীর্ণ হয়ে তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।"[২৫]

সাধারণত আসমানে কিছু দুয়ার খোলা থাকে এবং কিছু দুয়ার থাকে বন্ধ। খোলা দরজাগুলো ফিরিশতাদের যাতায়াতের জন্য ব্যবহৃত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জিবরিল আলাইহিস সালাম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। সে সময় তিনি উপর দিক থেকে দরজা খোলার একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন,

> "এটি আসমানের একটি দরজা। আজকেই এটি খোলা হয়েছে। ইতঃপূর্বে আর কখনো খোলা হয়নি। আর এ দরজা দিয়ে একজন ফিরিশতা পৃথিবীতে নেমে আসলেন। আজকের এ দিনের আগে আর কখনো তিনি পৃথিবীতে আসেননি। তারপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, আপনাকে দেয়া দুটি নূর বা আলোর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার পূর্বে আর কোনো নবীকে তা দেয়া হয়নি। আর ওই দুটি নূর হলো ফাতিহাতুল কিতাব বা সূরা আল ফাতিহা

[২৪] মুসনাদু আহমাদ: ২০/২৫৪; মুসতাদরাক হাকিম: ৮৭৯৩

[২৫] সূরা নাবা ৭৮ : ১৮-১৯

> এবং সূরা বাকারার শেষাংশ। এর যে কোনো হরফ আপনি পড়বেন তার মধ্যকার প্রার্থিত বিষয় আপনাকে দেয়া হবে।"[২৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন জিবরিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলেন। তখন সহসা তিনি আসমানের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন একজন ফিরিশতা আসমান থেকে অবতরণ করে দুনিয়াতে আসছেন। তা দেখে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবীজিকে বললেন,

> "এখন ফিরিশতাটি আসছে, সে কিয়ামতের আগে আর পৃথিবীতে আসবে না (অর্থাৎ, তার আসার সিরিয়াল হবে না)। সেই ফিরিশতা এসে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মুহাম্মাদ, আপনার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি ফিরিশতা ও নবী হতে চান, নাকি বান্দা ও রাসূল হতে চান? এ সময় জিবরিল নবীজিকে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি আপনার রবের জন্য বিনয়ী হোন। তখন তিনি বললেন, আমি বান্দা ও রাসূল হতে চাই।"[২৭]

❑ আসমানের দুয়ারের আয়তন

আসমানের দুয়ার খুবই বিরাটাকার, মানবীয় জ্ঞান তা অনুধাবন করতে পারবে না। এক বর্ণনায় এসেছে, আসমানের দুয়ারের প্রস্থ ৭০ বছরের পথের দূরত্ব সমপরিমাণ। সাফওয়ান ইবনু আসসাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "পশ্চিম দিকে একটি খোলা দরজা আছে, যার প্রস্থ সত্তর বছরের পথ। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এই দরজা সর্বক্ষণ তাওবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এই দিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কোনো ব্যক্তি ঈমান না আনলে অথবা ঈমান আনার পর সৎকর্ম না করে থাকলে, তার ঈমান গ্রহণ কোনো উপকারে আসবে না।"[২৮]

---

[২৬] সহীহ মুসলিম: ৮০৬

[২৭] মুসনাদু আহমাদ: ২২/২১

[২৮] সুনানুত তিরমিযি: ৩৫৩৫; সুনানু ইবনু মাজাহ: ৪০৭০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে যে সময়ে আসমানের দুয়ার খোলা হয়

❑ ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা কিছু সময়কে অতিরিক্ত মর্যাদা ও মাহাত্ম্য দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। যেমন, রমযান মাস, জিলহজের প্রথম দশদিন, জুমার দিন ও অন্যান্য দিবস। এ সকল দিনে আমল ও ইবাদতের জন্য আল্লাহ তাআলা বান্দাকে অধিক সাওয়াব দান করেন।

সেইসাথে এমন কিছু ফযিলতপূর্ণ সময় রয়েছে যে সময়ে আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়ার খুলে দেন। অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে অজ্ঞ ও অসেচতন। তাই মুমিন হিসেবে সকলের উচিত ফযিলতপূর্ণ উক্ত সময়গুলোর ব্যাপারে অবগত হয়ে বেশি বেশি নেক আমল করা। বিশেষভাবে তখন বেশি বেশি দুআ করা। কেননা, তখন দুআ কবুল করা হয় বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন।

আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার নিদর্শন এবং যে সময়ে আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয় সে সময়গুলো অত্যন্ত দামি ও মর্যাদাময়। তখন বান্দা যে আমল করে আল্লাহ তা কবুল করে নেন।

আসমানের দুয়ার খোলার দ্বারা সকল দুয়ার খোলা শর্ত নয়। বরং কিছু কিছু দুয়ার খোলা হয়। আসমানের তো অনেক দুয়ার, যার প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

দিন ও রাতের বহু সময়ে আসমানের দুয়ার খোলা হয় এবং তখন আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে অধিক গুরুত্বের সাথে নেক আমল ও দুআ করতে বলেছেন। তন্মধ্যে সহীহ হাদিসের আলোকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু সময়ের কথা তুলে ধরছি।

❑ এক. প্রত্যেক আযানের পর

মুয়াজ্জিন আযান দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দুআ কবুল করার জন্য আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দুআ করলেই আল্লাহ সেটি কবুল করে নিবেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আযানের পর দুআ কবুলের অধিক আশা ও সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা, তখন আসমানের দুয়ার খোলা থাকে। আল্লাহর নিকট এই সময়ের বরকতের কারণে দুআ কবুলের অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।

আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় তখন আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং বান্দার দুআ কবুল করা হয়।"[২৯]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যখন সালাতের জন্য ডাকা (আযান দেয়া) হয় তখন আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং বান্দার দুআ কবুল করা হয়।"

সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "দুটি বিষয় (সাধারণত) ফিরিয়ে দেয়া হয় না, আযান এবং বৃষ্টির সময়কার দুআ।"[৩০]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[২৯] মুসতাদরাক হাকিম: ২০০৪

[৩০] মুসতাদরাক হাকিম: ২৫৩৪; বায়হাকি: ৬৫৫১; মুজামুত তবারানি: ৫৭৫৬

> "দুই সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেয়া হয়। আযান ও জিহাদ চলাকালীন দুআ। (হাদীসের মধ্যবর্তী বর্ণনাকারী) মুসা ইবনু ইয়াকুব অন্য সনদে রিযক ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বৃষ্টির সময়ের দুআও (কবুল হয়ে থাকে)।"[৩১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযান পরবর্তী সময়কে গুরুত্ব দিতে, বেশি বেশি দুআ করতে এবং প্রথম কাতারে ইমামের তাকবিরে তাহরিমার সাথে সালাত আদায় করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আযানে ও প্রথম কাতারে কী (ফযিলত) রয়েছে, তা যদি লোকেরা জানত! এবং লটারির মাধ্যমে বাছাই ব্যতীত এ সুযোগ লাভ করা যদি সম্ভব না হতো, তাহলে অবশ্যই তারা লটারির মাধ্যমে ফয়সালা করত।
>
> যোহরের সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে কী (ফযিলত) রয়েছে, যদি তারা জানত, তাহলে এর জন্য রীতিমতো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো।
>
> আর ইশা ও ফজরের সালাত (জামাতে) আদায়ের কী ফযিলত তা যদি তারা জানত, তাহলে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা উপস্থিত হতো।"[৩২]

অনেক মানুষ আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়কে অহেতুক সময় বলে মনে করে। তাই এ সময় তারা নানান অপ্রয়োজনীয় ও অদরকারি কাজে ব্যস্ত থাকে। পরিবারের সাথে খোশগল্প করে। যারা কাজে থাকে তারা আযানের পরবর্তী সময়কে অবসর সময় মনে করে বিরতি ও বিশ্রামের জন্য বাসা-বাড়িতে যেতে থাকে। কেউ কেউ এমন রয়েছে যারা আযান দিচ্ছে শোনার পর ওযু-গোসলের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং সালাতের আগ পর্যন্ত এসবের পেছনে ব্যয় করে ফেলে।

---

[৩১] সুনানু আবু দাউদ: ২৫৪০

[৩২] সহীহ বুখারী: ৬১৫; সহীহ মুসলিম: ৪৩৭; সুনানুন নাসায়ি: ৫৪০;

কিন্তু যারা নেককার ও পুণ্যবান মানুষ তারা আযানের পরবর্তী সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বিভিন্ন নেক আমল ও দুআ-দরুদে মগ্ন হয়ে পড়ে, যেন আসমানের দরজা খোলার এই সময়ে তাদের নেক আমলও আসমানে উঠে যায়।

আযানের পর আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়ার খুলে দেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এটি। তাই সময়টিকে যথাযথ কাজে লাগনো উচিত।

মুমিনদের করণীয় হচ্ছে, আযানের আগেই নিজেদেরকে যাবতীয় ব্যতিব্যস্ততা থেকে মুক্ত করে নেয়া। বেশি বেশি দুআ ও নেক আমল করা। এ সময় দুআ ও অন্যান্য নেক আমল মসজিদে গিয়ে করতে হবে এমন কোনো শর্ত ও বাধ্যবাধকতা নেই। তাই বাসা-বাড়িতে এবং কর্মস্থলে থেকেও দুআ ও বিভিন্ন নেক আমল যেমন, তাসবিহ, তাহলিল ইত্যাদিতে মগ্ন হয়ে পড়বে। অহেতুক কাজকর্ম থেকে এ সময় বিরত থাকবে। আর যাদের পক্ষে সম্ভব হয় তারা আযানের পরপরই মসজিদে চলে যাবে। কেননা, মসজিদে দুআ ও ইবাদতের সুন্দর পরিবেশ রয়েছে। আযান হওয়ার সাথে সাথে মসজিদে চলে যাওয়াই উত্তম। এতে আল্লাহ অধিক খুশি হন। মোটকথা, যেভাবেই সম্ভব হয় আযানের পরবর্তী সময় কাজে লাগানো উচিত। যে সময় মুমিনদের দুআ ও নেক আমল কবুল করার জন্য আল্লাহ তাআলা আসমান খুলে দেন, সে মূল্যবান সময় হেলাফেলায় (অহেতুক) নষ্ট করা মুমিনের জন্য সঙ্গত হবে না মোটেও।

আযানের পর দুআ কবুলের সময়টিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট এবং আরেকটি প্রশস্ত ও ব্যাপক। নির্দিষ্ট সময়টি হচ্ছে, আযান শেষ হবার সাথে সাথে দুআ করা। হাদিসে বিশেষভাবে এ সময়টির কথা বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে বলল,

> "হে আল্লাহর রাসূল, মুয়াজ্জিন তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) দুআ করবে। তখন তুমি যা চাইবে তোমাকে তা-ই দেয়া হবে (তোমার দুআ কবুল হবে)।"[৩৩]

প্রশস্ত ও ব্যাপক সময়টি হচ্ছে, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী পূর্ণ সময়। আনাস

---

[৩৩] মুসনাদু আহমাদ: ৩/২০; সুনানু আবু দাউদ: ৫২৪; ইবনু হিব্বান: ১৬৯৫

ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ কবুল করা হয়।"[৩৪]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ কবুল করা হয়। তাই এ সময়ে তোমরা দুআ করো।"[৩৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

> "আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।"[৩৬]

তাই সকল বিপদগ্রস্ত, অভাবী এবং অসুস্থ বান্দা তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে এই সময়টাকে আল্লাহর কাছে দুআ করা অভাবনীয় সুযোগ হিসেবে নিতে পারে। কারণ, এ সময় আসমানের দুয়ার খোলা থাকে এবং আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআয় সাড়া দেন।

❑ দুই. ইকামতের পর

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যখন সালাতের জন্য ডাক দেয়া হয় তখন আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দুআ কবুল করা হয়।"[৩৭]

মাকহুল আশ-শামি রহ. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৩৪] মুসতাদরাক হাকিম: ৭১৩

[৩৫] সহীহ ইবনু হিব্বান: ১৬৯৫; সহীহ ইবনু খুযায়মা: ৪২৫

[৩৬] সুনানু আবু দাউদ: ৫২১; মুসনাদু আবু ইয়ালা: ৪১০৯

[৩৭] মুসনাদু আহমাদ

> "জিহাদে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার সময়, ইকামত এবং বৃষ্টি বর্ষণের সময় দুআ কবুল করা হয়, তোমরা তখন দুআ করো।"[৩৮]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "যখন ইকামত দেয়া হয় তখন আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং দুআ কবুল করা হয়।"[৩৯]

মুজাহিদ রহ. ইয়াযিদ ইবনু শাজারা থেকে বর্ণনা করেন,

> "যখন লোকেরা সালাত আদায়ের জন্য কাতারবদ্ধ হয় ও জিহাদের রণাঙ্গনে কাতারবদ্ধ হয় তখন আসমান ও জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দুয়ারসমূহ এবং জান্নাতের হুরকে সুসজ্জিত করা হয়। অতঃপর যখন সেই কাতার থেকে কোনো ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হয় তখন জান্নাতের সুসজ্জিত হুর বলে, হে আল্লাহ, আপনি তাকে সাহায্য করুন এবং যখন কোনো ব্যক্তি কাতার থেকে পেছনে সরে আসে তখন হুর বলে, হে আল্লাহ, আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।"[৪০]

এ সকল হাদিস দ্বারা ইকামতের ফযিলত দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় এবং ইকামত যেন ছেড়ে না দেয় সে জন্য মুমিনদেরকে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে যে ব্যক্তি জামাত ছুটে যাওয়ার দরুন একাকী সালাত আদায় করছে সেও যেন সালাতের শুরুতে ইকামত দিয়ে নেয়। কেননা, ইকামতের সময় দুআ কবুল হয়। এ সময় আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়।

ইমাম নববি রহ. তার বিখ্যাত কিতাবুল আযকার গ্রন্থে 'ইকামতের সময় দুআ' নামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। সেখানে তিনি ইমাম শাফিঈ রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

> "আমি একাধিক ব্যক্তিকে দেখেছি, তারা বৃষ্টি ও ইকামতের সময় দুআ কবুল হয় বলে মত পোষণ করেছেন।"[৪১]

---

[৩৮] কিতাবুল উম্ম: ১/২৫৩

[৩৯] আস-সুনানুল কুবরা: ৯৯০০

[৪০] মুসতাদরাক হাকিম: ৬০৮৭

[৪১] কিতাবুল আযকার: ৯৮

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. তার সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেছেন,

> "সালাত শুরু করার পূর্বে দুআ কবুল হওয়ার বহু হাদিস ও আসার (সাহাবী, তাবিঈ ও ইমামদের বাণী) বর্ণিত হয়েছে।"[৪২]

অন্যত্র তিনি আরো বলেছেন,

> "মুয়াজ্জিন যখন ইকামত দিতেন তখন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. দুহাত তুলে দুআ করতেন।" [৪৩]

বকর ইবনু যাইদ রহ. বলেন, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আযান ও ইকামতের পর দুআ কবুল করা হয় বলে লোকেরা তখন দুআ করে থাকে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহ. এ সময় দুহাত তুলে দুআ করতেন।[৪৪]

ইমাম মুকরিযি থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

> "কয়েকটি সময়ে দুআ কবুল করা হয়। তন্মধ্যে, সালাতে দাঁড়ানোর সময়, জিহাদের ময়দানে শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার সময়, আযানের জবাব দেয়ার সময়...।"[৪৫]

❑ তিন. নিসফুল লাইল তথা মধ্যরাতে

উসমান ইবনু আবুল রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "মধ্যরাতে আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেন। তখন একজন ঘোষক এই বলে ঘোষণা দিতে থাকেন, আছে কি কোনো দুআকারী, তার দুআ কবুল করা হবে? আছে কি কোনো যাচনাকারী, তার যাচনা মঞ্জুর করা হবে? আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত, তার বিপদ দূর করা হবে? প্রত্যেক মুসলমানের দুআ আল্লাহ তাআলা এ সময় কবুল করেন। তবে ব্যভিচারিণী

---

[৪২] ফাতহুল বারি শরুহ সহীহিল বুখারী লি-ইবনি রজহ আল-হাম্বলি: ৫/৪৪৫

[৪৩] প্রাগুক্ত: ৫/২৫৯

[৪৪] তাসহীহুদ দুআ: ১২৭

[৪৫] ইহদাউদ দিবাজাহ বি-শরহি ইবনু মাজাহ: ২/৪১১

> অথবা (যাকাত বা ওশর আদায়ে) দুর্নীতিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না।"[৪৬]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

> "প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, 'কে এমন আছো, যে এখন আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। এখন কে এমন আছো যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব। আর কে এমন আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।'"[৪৭]

এখন তো অর্ধরাত পর্যন্ত জেগে থাকা লোকদের একটি স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই তখন জাগ্রত থাকে। তাই এ সময় সালাত আদায়, দুআ ও অন্যান্য ইবাদতের মহা সুযোগ রয়েছে। আসমানের দুয়ার উন্মোচন এবং দুআ কবুলের সময়টি মুমিনদের উচিত বিশেষভাবে কাজে লাগানো।

অনেকে রয়েছে অর্ধরাত পর্যন্ত জেগে থেকে হারাম ও নাজায়েয কাজে লিপ্ত থাকে। অশ্লীল সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখে। হায়! তারা যদি উপলব্ধি করত, আল্লাহ তাআলা এ সময় আসমানের দুয়ার খুলে রেখেছেন, তাহলে কি এসব অন্যায় ও গর্হিত কাজবাজ করতে পারত? হায়! তারা যদি নিজেদের কৃতকর্মে লজ্জিত হতো এবং এসব থেকে ফিরে আসত।

অনেক মানুষ রয়েছে যারা রাতভর জেগে থেকে আড্ডাবাজি, গালগপ্প ও অহেতুক কাজকর্ম করা পছন্দ করে। অথচ যে ব্যক্তি এটি জানে, অর্ধরাতে আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেন, তাহলে আমার ধারণা সে ব্যক্তি কখনোই

---

[৪৬] মুসনাদু আহমাদ: ১৭৪৫৩

[৪৭] সহীহ বুখারী: ১১৪৫; সহীহ মুসলিম: ৭৮৫; সুনানুত তিরমিযি: ৩৪৯৮

মর্যাদাপূর্ণ সময়টিকে এভাবে অহেতুক কাজে ও হেলাফেলায় নষ্ট করতে পারে না। তার বিবেক তাকে রাত্রিকালীন গালগপ্পে বসিয়ে রাখবে না।

যে ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত, কঠিন সমস্যায় জর্জরিত এবং চিন্তা ও পেরেশানি যাকে গ্রাস করে নিয়েছে, সে এই সময় দুহাত তুলে মহান আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাক। এটি দুআ কবুলের জন্য উত্তম সময়।

উপরিউক্ত হাদিসে অর্ধরাতে আসমানের দুয়ার খোলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু হাদিসে রাতের শেষ তৃতীয়াংশের কথা বলা হয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "প্রত্যেক রাতে যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ থাকে তখন আমাদের প্রতিপালক মহান ও কল্যাণময় আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, কে এমন আছো, যে এখন আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। এখন কে এমন আছো, যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি তাকে দান করব। আর কে এমন আছো, যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব।"[৪৮]

তাহলে দুই হাদিসের মাঝে সমন্বয় কীভাবে হবে? আমি বলি, অধিক সম্ভব প্রথম হাদিস যেখানে অর্ধরাতের কথা বলা হয়েছে সেটি আসমানের দুয়ার খোলার ব্যাপারে আর দ্বিতীয় হাদিস যেখানে রাতের শেষ তৃতীয়াংশের কথা বলা হয়েছে এটি আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণের ব্যাপারে।

বিশেষ দুআ

উবাদাহ ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এই দুআ পড়ে,

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

[৪৮] সহীহ বুখারী: ১১৪৫; সহীহ মুসলিম: ৭৮৫; সুনানুত তিরমিযি: ৩৪৯৮

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওলাহুল হাম্দু ওয়াহুআ 'আলা কুল্লি শাই'ইন ক্বদির। আলহাম্দুলিল্লাহি সুবহানাল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহ আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওআতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ: এক আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রাজ্য তাঁরই। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনিই সব কিছুর উপরে শক্তিমান। যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তাআলা পবিত্র, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান। আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই।

অতঃপর বলে, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন। বা অন্য কোনো দুআ করে, তার দুআ কবুল করা হয়। অতঃপর ওযু করে (সালাত আদায় করলে) তার সালাত কবুল করা হয়।[৪৯]

❑ চার. সোম ও বৃহস্পতিবার

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়। অতঃপর মুশরিক ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। তবে সে ব্যক্তিকে নয়, যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে। এরপর বলা হবে, এ দুজনকে আপস-মীমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও, এ দুজনকে আপস-মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও।"[৫০]

এমনিভাবে সোম ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৪৯] সহীহ বুখারী: ১১৫৪

[৫০] মুসনাদু আহমাদ: ২৩/৩০২। শাইখ শুয়াইব আরনাওত হাদিসের সনদকে ইমাম মুসলিম রহ. এর শর্তে সহীহ বলেছেন।

> "প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। এরপর এমন সব বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে না। তবে সে ব্যক্তিকে নয় যার ভাই ও তার মধ্যে শত্রুতা বিদ্যমান। এরপর বলা হবে, এ দুজনকে আপস-মীমাংসা করার জন্য অবকাশ দাও, এ দুজনকে আপস-মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও, এ দুজনকে আপস-মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও।"[৫১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা পছন্দ করতেন। কারণ, তিনি চাইতেন রোযা অবস্থায় যেন তাঁর আমল আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি যখন সাওম পালন করা শুরু করেন তখন সহসা আর সাওম ভঙ্গ করেন না আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করেন তখন আর সহসা সাওম পালন করেন না। কিন্তু দুইটি দিন এমন রয়েছে যা আপনার সাওম পালন করার দিনসমূহের মধ্যে পড়ুক বা না পড়ুক আপনি ওই দুই দিন (বিশেষ গুরুত্বের সাথে) সাওম পালন করে থাকেন।"

— রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে দুটি কোন দিন?

— আমি বললাম, সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

— তিনি বললেন, সেই দুদিন মানুষের আমলনামা আল্লাহর কাছে উঠানো হয়। তাই আমি পছন্দ করি, আমার আমলনামা আল্লাহর নিকটে এমন অবস্থায় উঠানো হোক যখন আমি সাওম পালনরত থাকি।[৫২]

ইমাম বায়হাকি রহ. বর্ণনা করেন,

> "হুসাইমি রহ. বলেন, হাদিসে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট আমলনামা পেশ করার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে ধারণা হয়, আদমসন্তানের আমলনামা সংরক্ষণে নিয়োজিত ফিরিশতাগণ দুইভাগে

---

[৫১] সহীহ মুসলিম: ২৫৬৫

[৫২] সুনানুন নাসায়ি: ২৩৫৮

> বিভক্ত। এর মধ্যে একদল সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নিয়োজিত থাকেন। অপর দলটি বৃহস্পতিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত নিয়োজিত থাকেন। একদল ফিরে গেলে আরেকদল আসেন। তারা ফিরে গিয়ে আদমসন্তানের আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করেন।"[৫৩]

এ জন্য করণীয় হচ্ছে, এই দুদিন বিশেষভাবে আমল ও ইবাদতে নিমগ্ন থাকা, যেন ফিরিশতাগণ উত্তম অবস্থায় তার আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুদিন রোযা রাখতেন। সম্ভব হলে রোযা রাখবে। যদি রোযা রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে অন্তত গুনাহ ও পাপাচার থেকে বিরত থাকবে। সুতরাং মুমিনগণ এ দুদিন আনন্দ ও ভয়ের মাঝে থাকবে। আনন্দ এ জন্য যে, আল্লাহ তাআলা মুশরিক ও মুসলিম ভাইয়ের শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত বাকি সকল লোকদেরকে এ দিন ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর ভয় এ জন্য যে, হতে পারে ফিরিশতাগণ তার আমলনামা আল্লাহ নিকট পেশ করার পর তিনি তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

এই হাদিস মুসলমানদের সোমবার ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিনে আমল ও ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন এবং আল্লাহর ভয়ের ব্যাপারে চিন্তামুক্ত করে ফেলবে বিষয়টি এমন নয়। বরং এ দুদিনের ন্যায় অন্যান্য দিনের ব্যাপারেও তাদেরকে আল্লাহর ভয় ও তাঁর আনুগত্যে উৎসাহিত করবে।

ইবনু রজব হাম্বলি রহ. বলেন,

> "জনৈক তাবেঈ ও তার স্ত্রী বৃহস্পতিবার এই বলে কান্নাকাটি করতেন যে, আজ আমাদের আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করা হবে।"[৫৪]

আজকাল অধিকাংশ মানুষ বৃহস্পতিবারকে উদাসীনতা, অবহেলা, রাত জেগে খোশগল্প ইত্যাদির জন্য বেছে নিয়েছে। কেউ কেউ এ দিনটিকে বিশেষভাবে ভ্রমণ আর ঘোরাঘুরির জন্য নির্ধারণ করে রেখেছে। এদিন তারা উপভোগ করতে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রে বেড়াতে যায়। দিনটিকে হারাম ও নাজায়েয কাজে কাটিয়ে দেয়। তারা যদি প্রকৃতার্থে উপলব্ধি করত, এদিন তাদের আমলনামা আল্লাহর নিকট

---

[৫৩] ফাযায়িলুল আওকাত লিল-বায়হাকি: ৫১৮

[৫৪] লাতায়িফুল মাআরিফ: ১১৫

পেশ করা হয়, তাহলে কখনোই এমনটি করতে পারত না। সোম ও বৃহস্পতিবার আসমান ও জান্নাতের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহর নিকট আমলনামা পেশ করা হয়, এই অনুভূতি ও উপলব্ধি হৃদয়ে জাগ্রত করা দরকার। যদি তুমি হৃদয়ে তা জাগ্রত করতে পারো, তাহলে এই দিন দুটিতে তুমি উদাসীনতা ও গাফলতিতে আচ্ছন্ন হবে না। নেক আমল ও দুআ-কান্নাকাটিতে ব্যয় করবে।

এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা

বৃহস্পতিবার একটি ওলিমার অনুষ্ঠান ছিল। চারদিক মেহমানে ভরপুর। এমন সময় উপস্থিত এক ব্যক্তি মজলিসে বসে তার বন্ধুর সাথে হাসিঠাট্টা আর খোশগল্পে মেতে ছিল। সে তাকে মোবাইলে একটি আপত্তিকর ম্যাসেজ পাঠাল। তার এহেন কর্মকাণ্ড দেখে মেহমানদের একজন তাকে সতর্ক করে বললেন, যেই মুসলিম এ ব্যাপারে ঈমান রাখে যে বৃহস্পতিবার আল্লাহর নিকট বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়, তার জন্য এই দিনে কোনো গর্হিত কাজ করা শোভনীয় নয়। তখন সে এই কথা শুনে লজ্জিত হলো এবং বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

একবার আমি ৩৫ জন তরুণের সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে ছিলাম। সেখানে তাদেরকে আমি তিনটি আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এর মধ্যে বিশেষ একটি প্রশ্ন ছিল, সোমবার তারা কে কী করে। আমার প্রশ্নের জবাবে তাদের একাংশ বলল, এইদিন তারা সিনেমা দেখে; একাংশ বলল, আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যায়; একাংশ বলল, টেলিভিশনে বিশেষ সিরিয়াল বা অনুষ্ঠান দেখে। ৩৫ জন তরুণের মধ্যে মাত্র একজনকে আমি পেয়েছি, যে বলল, আমি এইদিন রোযা রাখি। এছাড়া আর কেউই সপ্তাহের বিশেষ এই দিনটির ব্যাপারে সচেতন নয়। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ মানুষ কী পরিমাণ গাফলতি আর উদাসীনতায় ডুবে থেকে জীবনযাপন করছে।

সোম ও বৃহস্পতিবার আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করা হয় বলে আমরা এ দুই দিনে হায়-হুতাশ ও দুশ্চিন্তায় কাটাব, এমনটি কিন্তু উদ্দেশ্য নয়। বরং সোম ও বৃহস্পতিবার ফযিলতপূর্ণ দিন, এইদিনে আসমান ও জান্নাতের দুয়ার খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তাআলা বান্দাদের দুআ কবুল করেন, আমরা আমাদের অন্তরে এ বিষয়টি জাগ্রত রাখব। তাহলেই অনেক পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে এবং আমাদের হৃদয়-মন নেক আমলের প্রতি ধাবিত হবে।

❑ পাঁচ. শাবান মাস এলে

সোম ও বৃহস্পতিবার আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয় এবং বান্দাদের আমলনামা আল্লাহর নিকট পেশ করা হয়। উপরে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এমন একটি মাস রয়েছে যে মাসের পুরো সময়ে আল্লাহর নিকট বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়। সেই মর্যাদাপূর্ণ মাসটি হচ্ছে শাবান মাস। এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাসটিকে ইবাতের জন্য বিশেষ সুযোগ বলে মনে করতেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি সোম ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন, একই উদ্দেশ্যে এই মাসে তিনি অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন। উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে শাবান মাসে যে পরিমাণ (নফল) রোযা পালন করতে দেখি বছরের অন্যকোনো মাসে সে পরিমাণ (নফল) রোযা পালন করতে দেখি না!

তিনি বললেন,

> "শাবান মাস হলো রজব এবং রমযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস, যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না অথচ এ মাসে বান্দার আমলনামা আল্লাহর নিকটে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি, আমার আমলনামা আল্লাহ তাআলার নিকটে উত্তোলন করা হবে আমার রোযা পালনরত অবস্থায়।"

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

> "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে (এত অধিক) সাওম পালন করতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর সাওম পরিত্যাগ করবেন না। (আবার কখনো এত বেশি) সাওম পালন না করা অবস্থায় একাধারে কাটাতেন যে, আমরা বলাবলি করতাম, তিনি আর (নফল) সাওম পালন করবেন না। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ব্যতীত অন্যকোনো মাসে পূর্ণ মাস সাওম পালন করতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে কোনো মাসে অধিক (নফল) সাওম পালন করতে দেখিনি।"[৫৫]

---

[৫৫] সহীহ বুখারী: ১৯৬৯

এই মাসের বিশেষ একটি ফযিলত হচ্ছে, এই মাসের পনেরোতম রাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া আর সকল মুসলমানকে ক্ষমা করে দেন। আবু মুসা আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

> "আল্লাহ মধ্য শাবানের রাতে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সকলকে ক্ষমা করে দেন।"[৫৬]

তাই মুমিন হিসেবে আমাদের করণীয় হচ্ছে, এই মাসটিকে ইবাদতের জন্য সুবর্ণ সুযোগ ও মূল্যবান মনে করা এবং পুরো মাস আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয় এমন নেক আমলে মগ্ন থাকা। বিশেষভাবে এই মাসে রোযা রাখা এবং অন্তর থেকে হিংসা সম্পূর্ণরূপে ঝেরে ফেলা, যেন আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তি থেকে আমরা বঞ্চিত না হই।

❑ ছয়. রমযান মাস এলে

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "রমযান আসলে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানগুলোকে শিকলবন্দি করে দেয়া হয়।"[৫৭]

উতবা ইবনু ফারকাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "রমযান মাসে আসমানের দরজাসমূহ খূলে দেয়া হয়, আর জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে দেয়া হয়, আর প্রত্যেক শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। প্রতি রাতে একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে, হে কল্যাণকামীগণ, তোমরা নেক কাজ করো; হে পাপিষ্ঠগণ, তোমরা পাপ হতে বিরত থাকো।"[৫৮]

---

[৫৬] সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৩৯০

[৫৭] সহীহ বুখারী: ১৮৯৯; সুনানুন নাসায়ি: ২১০২

[৫৮] সুনানুন নাসায়ি: ২১০৮

ফিরিশতাদের গমনাগমন এবং রোযাদারদের দুআ কবুলের জন্য পূর্ণ রমযান মাসে আসমানের দুয়ার খোলা রাখা হয়। রোযাদারদেরকে বেশি বেশি দুআ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারে বিশেষভাবে পবিত্র কুরআনে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। রোযার বিধিবিধান সংক্রান্ত আয়াতের মধ্যখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

> "আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নিই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য; যাতে তারা সৎপথে চলতে পারে।"[৫৯]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আল্লাহ তাআলা (রমযানের) প্রত্যেক দিন ও রাতে অসংখ্য লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন এবং প্রত্যেক বান্দার এমন একটি দুআ রয়েছে যা আল্লাহ কবুল করেন।"[৬০]

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "আল্লাহ তাআলা প্রতি ইফতারের অর্থাৎ প্রতি রাতে বেশ সংখ্যক লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন।"[৬১]

আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

---

[৫৯] সূরা বাকারা ২ : ১৮৬

[৬০] মুসনাদু আহমাদ: ১০/৯

[৬১] সুনানু ইবনু মাজাহ: ১৬৪৩

> "আল্লাহ তাআলা (রমযানের) প্রত্যেক দিন ও রাতে অসংখ্য লোককে (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি দেন এবং দিন ও রাতে প্রত্যেক মুসলমানের একটি করে দুআ কবুল করেন।[৬২] (অর্থাৎ, দিনে একটি এবং রাতে একটি)"

এই হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে দুআ কবুলের কথা বলেছেন। কিন্তু তা কোন সময়?

> "ইমাম মুনাবি রহ. বলেন, তা ইফতার অথবা আল্লাহ যখন জাহান্নামীদের মুক্তি দেন তখন। এটি রমযান, রোযাদার ও দুআকারীর জন্য অনেক বড় একটি ফযিলত।"[৬৩]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "তিন ধরনের লোকের দুআ কখনো ফিরিয়ে দেয়া হয় না। ইফতার পর্যন্ত রোযাদারের দুআ, ন্যায়বিচারক শাসকের দুআ এবং মজলুমের (নির্যাতিতের) দুআ। আল্লাহ তাআলা ওই দুআগুলো মেঘমালার উপরে (আকাশে) তুলে নেন এবং এর জন্য আকাশের দ্বারগুলো খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ বলেন, আমার মর্যাদার শপথ, কিছু দেরিতে হলেও আমি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করব।"[৬৪]

ইফতারির সময় আল্লাহ তাআলা বান্দার দুআ কবুল করেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কেননা, তখন মাগরিবের আযান দেয়া হয়। আর এ সময় আসমানের দুয়ারসমূহ খুলে দেয়া হয়। পূর্বে এর বিস্তারিত বিবরণ গিয়েছে। আবু উমামাহ আল-বাহিলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন আযান দেন, তখন আসমানের দুয়ার খুলে দেয়া হয় এবং বান্দার দুআ কবুল করা হয়।

রমযানের মধ্যে বিশেষভাবে লাইলাতুল কদর বা কদর রাত্রিতে দুআর অধিক গুরুত্ব রয়েছে। লাইলাতুল কদরে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়। যেমন,

---

[৬২] তবারানি ফিল-আওসাত: ৬৪০১

[৬৩] ফায়যুল কাদির শরহুল জামিউস সগির: ২/৪৭৭

[৬৪] সুনানু আবু দাউদ: ১৫৩৬; সুনানুত তিরমিযি: ৩৫৯৮; সহীহ ইবনু হিব্বান: ২৬৯৯

◨ রমযানের শুরুতে আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়াল খুলে দেন,

◨ লাইলাতুল কদরে জিবরিল আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য ফিরিশতাগণ অবতরণ করেন এবং আল্লাহ তাআলা অর্ধরাতের পর দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন।

◨ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাতে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বিশেষ একটি দুআ শিখিয়েছেন। সহীহ হাদিসে এর বর্ণনা এসেছে। আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আমি লাইলাতুল কদর সম্পর্কে জানতে পারি তাহলে সে রাতে কী বলব? নবীজি বললেন, তুমি এই দুআ পড়বে,

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুওয়ুন কারিম, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি।

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি সম্মানিত, ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ করো, তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[৬৫]

❑ উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সারমর্ম তিনটি,

১) যে যে সময়ে আল্লাহ তাআলা আসমানের দুয়ার খুলে দেন, উক্ত সময়ে প্রথমে অবাধ্যতা, নাফরমানি ও সকল প্রকার পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা। অতঃপর যথাসম্ভব নেক আমল ও ইবাদত করা, যেন নেক আমল অবস্থায় ফিরিশতাগণ বান্দার আমলনামা আল্লাহর সামনে পেশ করতে পারে। আর এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহও বটে।

২) যে যে সময়ে আসমানের দুয়ার খোলা হয় তখন করণীয় হচ্ছে, নিজ ও পরিবার-পরিজনের জন্য আল্লাহর নিকট বেশি বেশি দুআ করা। কেননা, এ সময় সাধারণত দুআ কবুল করা হয়। তেমনিভাবে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজন কারো জন্য বদদুআ না করা। কেননা, এ সময় আসমান খোলা থাকে। ফলে হতে পারে উক্ত বদদুআ কবুল হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন

[৬৫] সুনানুত তিরমিযি: ৩৫১৩

থাকা। বিশেষত পরিবারের নারীদেরকে সতর্ক করা। তুলনামূলক তাদের বদদুআ করার স্বভাব বেশি। হাদিসে বিশেষভাবে দুআ কবুলের সময়গুলোতে বদদুআ করার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

> "তোমরা নিজেদেরকে বদদুআ করো না, তোমাদের সন্তানদের বদদুআ করো না, তোমাদের খাদিমদের বদদুআ করো না এবং তোমাদের ধন-সম্পদের উপরও বদুআ করো না। কেননা, সেই সময়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলের মুহূর্তও হতে পারে, ফলে তা কবুল হয়ে যাবে।"[৬৬]

৩) উপরের আলোচনায় প্রসঙ্গক্রমে এমন কিছু মর্যাদাপূর্ণ সময়ের কথা এসেছে যে সময়গুলোতে আসমানের দুয়ার খোলা থাকা না থাকার ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। যেমন, বৃষ্টির সময়, আরাফাহ ও জুমার দিন। কিন্তু এ সময়গুলোতেও আসমানের দুয়ার খোলার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ সময়গুলোকেও গুরুত্ব দেয়া। সামনে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে, ইনশাআল্লাহ।

---

[৬৬] সহীহ মুসলিম: ৩০১৪; সুনানু আবু দাউদ: ১৫৩২